চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের তিন প্রার্থী এক মঞ্চে, জাকের পার্টির শান্তি সমাবেশে মিলনমেলা

চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাকের পার্টির উদ্যোগে “শান্তি সমাবেশ” অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টায় চুয়াডাঙ্গা দর্শনা মুক্তমঞ্চে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের তিন প্রধান রাজনৈতিক দলের সংসদীয় প্রার্থী। তাঁরা হলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী রুহুল আমিন এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থী হাসানুজ্জামান সজিব।

সমাবেশে তিনজন প্রার্থীই চুয়াডাঙ্গার সার্বিক উন্নয়নে দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

বিএনপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, চুয়াডাঙ্গা একটি কৃষি ও সম্ভাবনাময় জেলা হলেও দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামো খাতে পিছিয়ে রয়েছে। নির্বাচনে যে-ই বিজয়ী হোক না কেন, চুয়াডাঙ্গার মানুষের স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক বিভাজন ভুলে গিয়ে মানুষের উন্নয়নকে প্রাধান্য দিতে হবে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে সকল রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধি ও সুধীজনদের নিয়ে একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেব। জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী রুহুল আমিন বলেন, চুয়াডাঙ্গার মানুষ শান্তি ও স্থিতিশীলতা চায়। সহিংস রাজনীতি নয়, তারা উন্নয়ন ও ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করে। এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতা জরুরি।

তিনি আরও বলেন, কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চুয়াডাঙ্গাকে একটি মডেল জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে সবাইকে একসঙ্গে

কাজ করতে হবে। জনগণের কল্যাণে আমরা সব ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থী হাসানুজ্জামান সজিব বলেন, রাজনীতি মানুষের কল্যাণের জন্য, ক্ষমতার জন্য নয়। আমরা একটি দুর্নীতিমুক্ত, নৈতিক ও মানবিক সমাজ গড়তে চাই, যেখানে জনগণের অধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। তিনি আরও বলেন, চুয়াডাঙ্গার উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্মীয় মূল্যবোধভিত্তিক সমাজ গঠন এবং তরুণদের কর্মসংস্থানে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জনগণের স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানাই। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জাকের পার্টির জেলা সভাপতি আব্দুল লতিফ খান যুবরাজ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের জাকের পার্টি ছাত্র ফ্রন্টের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. জিয়াউর রহমান জিয়া।

তাঁরা বলেন, এই শান্তি সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে শান্তি, সহাবস্থান ও উন্নয়নের বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

সমাবেশে জাকের পার্টির নেতাকর্মী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী- সমর্থক, সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় পুষ্টি ও পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

দামুড়হুদায় স্কুল মিল্ক ফিডিং কর্মসূচির আওতায় স্কুল শিক্ষক, ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য ও অভিভাবকদের জন্য ‘পুষ্টি ও পরিবেশ সচেতনতা’ বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি

হাসপাতালের আয়োজনে এবং প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে পুরাতন বাস্তবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে দুধের ভূমিকা অপরিসীম। স্কুল মিল্ক ফিডিং কর্মসূচির মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের স্কুলমুখী করা এবং তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা হচ্ছে। এই ধরনের প্রশিক্ষণ অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে সহায়ক হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, পুরাতন বাস্তবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আসমতারা খাতুন এবং স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য আসিকুল ইসলাম প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপি বলেন, শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করা হলে তাদের শেখার আগ্রহ ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। দুধ একটি পরিপূর্ণ খাদ্য, যা শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও মেধা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্কুল মিল্ক ফিডিং কর্মসূচির ফলে বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

প্রশিক্ষণে প্রজেক্টরের মাধ্যমে দুধের উপকারিতা, পুষ্টিগুণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. কমলাকান্ত পাল।

দামুড়হুদায় পুষ্টি ও পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

দামুড়হুদায় স্কুল মিল্ক ফিডিং কর্মসূচির আওতায় স্কুল শিক্ষক, ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য ও অভিভাবকদের জন্য ‘পুষ্টি ও পরিবেশ সচেতনতা’ বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের আয়োজনে এবং প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে পুরাতন বাস্তবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে দুধের ভূমিকা অপরিসীম। স্কুল মিল্ক ফিডিং কর্মসূচির মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের স্কুলমুখী করা এবং তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা হচ্ছে। এই ধরনের প্রশিক্ষণ অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে সহায়ক হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, পুরাতন বাস্তবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আসমতারা খাতুন এবং স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য আসিকুল ইসলাম প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপি বলেন, শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করা হলে তাদের শেখার আগ্রহ ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। দুধ একটি পরিপূর্ণ খাদ্য, যা শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও মেধা বিকাশে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্কুল মিল্ক ফিডিং কর্মসূচির ফলে বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

প্রশিক্ষণে প্রজেক্টরের মাধ্যমে দুধের উপকারিতা, পুষ্টিগুণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. কমলাকান্ত পাল।

দামুড়হুদায় বিএনপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর গণসংযোগ

দামুড়হুদা উপজেলা শহরের বিভিন্ন বাজারে ব্যাপক গণসংযোগ করেছেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু। বুধবার সকাল থেকেই তিনি বাজার এলাকায় গণসংযোগে নামেন।

এ সময় তিনি ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী মানুষ ও সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন এবং দেশ রক্ষা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

এ ছাড়া তিনি বেলা ২টার দিকে জুড়ানপুর ও নতিপোতা ইউনিয়নে নির্বাচনী গণসংযোগ করেন। প্রথম গণসংযোগ শুরু করেন নতিপোতা ইউনিয়নের হোগলডাঙ্গা গ্রাম থেকে।

গণসংযোগকালে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, দেশ আজ চরম সংকটে রয়েছে। জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে হলে ধানের শীষের কোনো বিকল্প নেই। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে মানুষের ন্যায্য অধিকার ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে।

এ সময় উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনুসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। নেতাকর্মীদের স্লোগানে

বাজার এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়।

দামুড়হুদায় বিএনপির উদ্যোগে ধানের শীষের প্রচারণায় মিছিল

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপি’র উদ্যোগে ধানের শীষের ভোট প্রার্থনায় প্রচারণা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৪টার সময় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড বিএনপি’র আয়োজনে স্টার ক্লাব মোড় নামক স্থান থেকে এই মিছিল বের হয়ে ওয়ার্ডের সকল পাড়া মহল্লার অলি গলিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থনা করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মো রফিকুল হাসান তনু, ৩নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি আশরাফ আলী, সাধারণ সম্পাদক দলু দফাদার এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মিছিলে অংশগ্রহণ করেন ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সহ-সভাপতি মুনতাজ আলী, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহাফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, উপজেলা মৎস্যজীবী দলের আহ্বায়ক আব্দুল কাদের, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল রহমান সবুজ, উপজেলা মৎস্যজীবী দলের সদস্য সচিব আমিরুল ইসলাম সহ অঙ্গ সংগঠনের শত শত নেতৃবৃন্দ।

মিছিলটির সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, সাবেক ইউপি সদস্য বিএনপি নেতা একরামুল হক।

আলমডাঙ্গায় বারি সরিষা-১৪ এর মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা

আলমডাঙ্গা উপজেলায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) উদ্ভাবিত উন্নত জাত বারি সরিষা-১৪ এর মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল চারটার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদী ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা গ্রামে এ মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক, কৃষিবিদ মাসুদুর রহমান সরকার।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ মোঃ নূরুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মনিটরিং অফিসার কৃষিবিদ মোঃ হাসান আলী, বাড়াদী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদ পারভেজ, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ বশিরুল আলম, সিনিয়র সাংবাদিক রহমান মুকুল।

অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মাসুদ হোসেন পলাশ। উপস্থিত ছিলেন, কৃষাণ-কৃষানী, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা দ্বয় এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ।

প্রধান অতিথি বলেন, বারি সরিষা-১৪ একটি উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্পমেয়াদি জাত। এই জাতটি রোগবালাই সহনশীল হওয়ায় কৃষকরা সহজেই চাষ করতে পারেন এবং তুলনামূলকভাবে কম খরচে বেশি লাভবান হতে পারেন। এছাড়া এর তেলের পরিমাণও বেশি, যা কৃষকদের জন্য অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।

মাঠ দিবসে উপস্থিত কৃষকদের সরিষা চাষের আধুনিক পদ্ধতি, সঠিক সার ও বালাই ব্যবস্থাপনা, সময়মতো সেচ প্রদান এবং ফসল কর্তনের বিষয়ে বিস্তারিত কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা হয়।

মাঠে প্রদর্শিত বারি সরিষা-১৪ এর ফলন দেখে কৃষকরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

স্থানীয় কৃষকরা জানান, এই জাতের সরিষা চাষ করলে স্বল্প সময়ে ভালো ফলন পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যতে মাঠ দিবসে উপস্থিত কৃষকদের

সরিষা চাষের আধুনিক পদ্ধতি, সঠিক সার ও বালাই ব্যবস্থাপনা, সময়মতো সেচ প্রদান এবং ফসল কর্তনের বিষয়ে বিস্তারিত কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা হয়।

মাঠে প্রদর্শিত বারি সরিষা-১৪ এর ফলন দেখে কৃষকরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মাসুদ হোসেন পলাশ জানান, এই জাতের সরিষা চাষ করলে স্বল্প সময়ে ভালো ফলন পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যতে বাণিজ্যিকভাবে বারি সরিষা-১৪ চাষে আগ্রহী হবেন। কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের মাঠ দিবসের আয়োজন করা হবে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে মাদকসহ গ্রেফতার ২

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে মাদকসহ ২ জন গ্রেফতার হয়েছে।

আলমডাঙ্গা দুর্লভপুর গ্রামের অভিযানে এসআই(নিঃ) মোঃ তোরগুল হাসান সোহাগ, সংগীয় অফিসার নিয়ে পলাতক আসামী শামসুল আলমের ছেলে মোঃ হুদা আলী(৩৮) বসত বাড়ীর রান্না ঘরের সানসেটের উপর হতে গতকাল দুপুরে ১০০ পিচ টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করেন। সে সময় আসামী মোঃ হুদা আলী(৩৮) দৌড়ে পালিয়ে যায়।

অপরদিকে এসআই(নিঃ) মোঃ ওবায়দুল্লাহ আল মামুন সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ ক্যাম্প এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আলমডাঙ্গা থানাধীন রুইতনপুর বাজারস্থ সোনার বাংলা ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড মেসিনারীজ এর দোকানের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর হতে গতকাল ইউনোচ আলির ছেলে মোঃ শুকুর আলী(৩৫)’কে ৫০গ্রাম গাঁজা সহ গ্রেফতার করে।

এছাড়াও আলমডাঙ্গা উপজেলার ঘোলদাড়ি ক্যাম্পের এসআই(নিঃ) প্রদীপ বিশ্বাস, ঘোলদাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ ক্যাম্প এলাকায় অভিযান পরিচালনা করিয়া আলমডাঙ্গা থানাধীন নাগদাহ

ইউনিয়নের বলিয়ারপুর বাজারের পাবলিক টয়লেটের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর হতে হাসিবুল ইসলামের ছেলে মোঃ আলমগীর হোসেন(৩৫) এর কাছে থেকে গতকাল ৩০(ত্রিশ) পিচ টাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

জাতীয় দৈনিক বর্তমান বাংলা’র চুয়াডাঙ্গা থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হলেন যারা

জাতীয় দৈনিক “বর্তমান বাংলা” র নিয়োগ পেলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি খাইরুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রতিনিধি আতিক বিশ্বাস, দামুড়হুদা প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম মিলন, জীবননগর প্রতিনিধি আজিজুল ইসলাম ও দর্শনা প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৫টার সময় আনুষ্ঠানিকভাবে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি খায়রুল ইসলাম সকলের হাতে দৈনিক বর্তমান বাংলার পরিচয়পত্র (প্রেস কার্ড) হস্তান্তর করেন এবং গলায় পরিয়ে দেন।

দৈনিক বর্তমান বাংলা পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক প্রদীপ কুমার হালদার, প্রকাশক ও সম্পাদক হিরণ্ময় দেবনাথ, নির্বাহী সম্পাদক মিন্টু বালা, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ হোসেন, বার্তা সম্পাদক মুন্সী নিজামউদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সিরাজুল মনির, মফস্বল সম্পাদক নিপুন চন্দ্রসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন দৈনিক বর্তমান বাংলার চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিবারের নবনিযুক্ত সদস্যবৃন্দ।

তিনি বলেন, “দায়িত্বশীল ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মাধ্যমে দামুড়হুদা উপজেলার সার্বিক উন্নয়ন, সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরতে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।”

স্থানীয় সাংবাদিক মহল ও সুধীজনরা তাদের এই নিয়োগে সন্তোষ

প্রকাশ করে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

দর্শনায় মাদক মামলায় ৩ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদক মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত ৩ আসামীকে গ্রেফতার করেছে।

গতকাল সোমবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে পৃথক পৃথক অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভার বিভিন্ন গ্রামে। এসময় পুলিশ দর্শনা পৌরসভার আজমপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী রবির ছেলে সবুজ(২২), দর্শনা পৌরসভার দক্ষিণচাঁদপুর কোয়ার্টার পাড়ার মৃত্য মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী আব্দুল হালিম(৩২) ও একই গ্রামের দক্ষিণচাঁদপুর বাসষ্ট্যান্ড পাড়ার শহিদুল কবিরাজের ছেলে ইকরামুল হোসেনকে (২৬) নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায় এরা দীর্ঘদিনের মাদক মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী। গতকালই তাদেরকে মাদক মামলায় চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের মাসিক আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মাসিক আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সকাল ১০ টার সময় উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আকতারের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন, সহকারী কমিশনার ভূমি এ এস এম শাহনেওয়াজ মেহেদী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন পলাশ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: শারমিন আক্তার, উপজেলা প্রোকৌশলী আওহীদ আহমেদ, থানা অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) আসগর আলি।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা জামায়াতের আমির শফিউল আলম বকুল, ইউপি চেয়ারম্যান মিনহাজ উদ্দিন, নজরুল ইসলাম, আশিকুর রহমান ওল্টু, মাহাবুব আলম মাহাবুল, মেহেরাজ হোসেন, ইজাজ ইমতেয়াজ বিপুল, এমদাদ মুন্সি, সোহানুর রহমান, আহসান হাবিব, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, সমাজসেবা কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সেলিম রেজা, পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুল হক, সরকারি কলেজের প্রভাষক আব্দুল মালেক, মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আব্দুস সাত্তার, ফায়ারসার্ভিস কর্মকর্তা আল মামুন প্রমুখ।

গত রবিবার আলমডাঙ্গা যুগীরহুদা গ্রামে দুইদলের ভোট চাওয়া’কে কেন্দ্র করে তুমুল সংঘর্ষ সংঘটিত হওয়ায় আইন শৃঙ্খলা সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং এই ঘটনার যাতে পূনারাবৃত্তি না হয় তার জন্য সকল ব্যাবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়।

সমাজকে মাদকের ছোবল থেকে রক্ষা করতে সকল প্রকার নির্দেশ দেন, আলমডাঙ্গা থানা পুলিককে।

সীমান্তবর্তী ইউনিয়ন গুলোতে মাদক চোরাচালান, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রোধে নজরদারি বাড়াতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে গুরত্বের সাথে প্রতিরোধ করতে নির্দেশ দেন।